**Department of Bengali**

**Bhashatattwa**

**SEM-4(Genl),CC-1D**

**Dr.Swapna Das**

**Shabdobhander**

## বাংলা শব্দভাণ্ডারঃ বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগ

## বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগ

ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশক্ষমতার উপরে। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হলো ভাষার শব্দসম্পদ। এটি তিনভাবে সমৃদ্ধ হয় – উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে এবং নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। বাংলা ভাষারও শব্দভাণ্ডার এই তিনটি উপায়ে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি –

১) মৌলিক বা নিজস্ব, ২) আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ, এবং ৩) নবগঠিত শব্দ

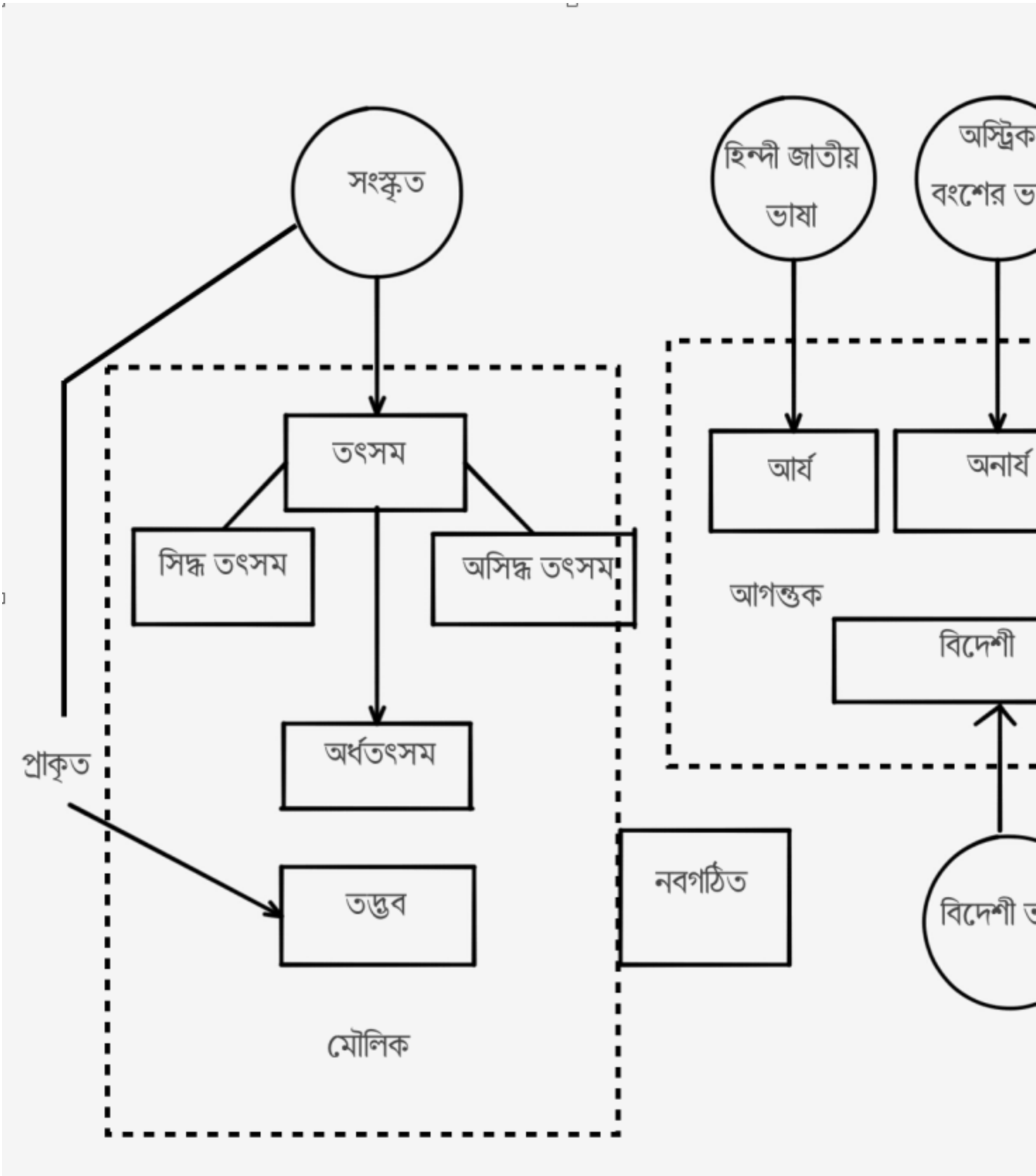
সংস্কৃত
হিন্দী জাতীয় ভাষা
অস্ট্রিক
বংশের ভ
তৎসম
আর্য
অনার্য
সিদ্ধ তৎসম
অসিদ্ধ তৎসম
আগন্তুক
বিদেশী
অর্ধতৎসম
প্রাকৃত
নবগঠিত
তদ্ভব
বিদেশী ভ
মৌলিক

**১) মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ**

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা [ বৈদিক ও সংস্কৃত ] থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলা হয়। বৈয়াকরণরা আবার আর এক শ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণে মৌলিক নামে অভিহিত করে থাকেন – যেসব শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলে অংশগুলির কোনো অর্থ হয় না, সেইসব শব্দকে তাঁরা মৌলিক শব্দ বলেছেন। নামকরণের এই গোলযোগ এড়াবার জন্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলোকে উত্তরাধিকার-লব্ধ নিজস্ব বলা যায়। এই উত্তরাধিকার-লব্ধ বা নিজস্ব শব্দগুলো তিন ভাগে বিভক্ত –

ক) তৎসম শব্দ, খ) অর্ধতৎসম শব্দ, এবং গ) তদ্ভব শব্দ

**তৎসম শব্দ**

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা [ বৈদিক/ সংস্কৃত ] থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলা হয়। তৎ বলতে এখানে মূল উৎস-স্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে বোঝাচ্ছে। তৎসম মানে ঠিক তার মতো, অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দ। যেমন – জল, বায়ু, কৃষ্ণ, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দগুলোকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় – সিদ্ধ তৎসম ও অসিদ্ধ তৎসম।

**সিদ্ধ তৎসম:** যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যে-গুলো ব্যাকরণ-সিদ্ধ সেগুলো হলো সিদ্ধ তৎসম। যেমন – সূর্য, মিত্র, নর, লতা ইত্যাদি।

**অসিদ্ধ তৎসম:** যেসব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যকরণসিদ্ধ নয় অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলোকে ডঃ সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। যেমন – কৃষাণ, চাল, ডাল [ বৃক্ষশাখা ] ইত্যাদি।

**অর্ধতৎসম শব্দ**

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিছুটা পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে, সেগুলোকে অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন – কৃষ্ণ > কেষ্ট, নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন, ক্ষুধা > খিদে, রাত্রি > রাত্তির ইত্যাদি।

**তদ্ভব শব্দ**

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তী পর্বে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলা হয়। যেমন – সংস্কৃত ইন্দ্রাগার > প্রাকৃত ইন্দাআর > বাংলা ইন্দারা, সংস্কৃত একাদশ > প্রাকৃত এগগারহ > বাংলা এগার, সংস্কৃত উপাধ্যায় > প্রাকৃত উবজঝাঅ > বাংলা ওঝা, সং কৃষ্ণ > প্রা কন্হ > বাং কানু, ধর্ম > ধম্ম > ধাম ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় – নিজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভব।

যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্নের ফলে এসেছে সেগুলোকে নিজস্ব তদ্ভব শব্দ বলা হয়। যেমন –

ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দারা, উপাধ্যায় > উবজঝাঅ > ওঝা ইত্যাদি।

আর যেসব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা কৃতঋণ শব্দ হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশী তদ্ভব শব্দ বলা হয়। যেমন – গ্রীক দ্রাখমে > সং দ্রম্য > প্রা দম্ম > বাং দাম।

**২) আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ**

যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলোকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ বলা হয়। আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দকে দু ভাগে ভাগ করা হয় – দেশী ও বিদেশী।

**দেশী**

যেসব শব্দ এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেগুলোকে দেশী শব্দ বলে। দেশী শব্দ আবার দুরকম – অন্-আর্য, আর্য। অন্-আর্য – অস্ট্রিক বংশের ভাষা থেকে ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা ইত্যাদি।

আর্য ঃ হিন্দি থেকে – লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত, ওস্তাদ্ মস্তান, ঘেরাও, জাঠা। গুজরাতি থেকে- হরতাল।

**বিদেশী**

যেসব শব্দ এদেশের বাইরের কোনো ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলা হয়। যেমন – ইংরেজি থেকে – স্কুল, কলেজ, কেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট, কোর্ট, লাট, < lord, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, কমিটি ইত্যাদি।

জার্মান থেকে – জার, নাৎসী ইত্যাদি। পোর্তুগীজ – আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, পেয়ারা, সাগু ইত্যাদি। স্পেনীয় – কমরেড্ ইতালীয় – কোম্পানী, গেজেট ইত্যাদি। ওলন্দাজ – ইসকাবন, হরতন,

রুইতন ইত্যাদি। চীনা – চা, চিনি। বর্মী – ঘুগ্নি, লুঙ্গি। ফারসী – সরকার, দরবার, বিমা, আমীর, উজীর, ওমরাহ, বাদশা, খেতাব। আরবী – আক্কেল, কেতাব, ফসল, মুহুরী, হজম, তামাসা, জিলা।

**৩) নবগঠিত শব্দ**

এসব শব্দ ছাড়াও বাংলায় কিছু নবগঠিত শব্দ আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু হলো অবিমিশ্র শব্দ যেমন – অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি। আবার কিছু শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে গঠিত। এগুলোকে মিশ্র শব্দ বা সঙ্কর শব্দ বলে। যেমন – হেড [ ইং ] + পণ্ডিত [ বাং ] = হেডপণ্ডিত। হেড + মৌলবী [ আরবী ] = হেডমৌলবী। ফি [ ফারসী ] + বছর [ বাংলা ] ফি-বছর।